07

দৈনিক বাংলা

04 MAY 1996

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ২

ওরা স্কুলে যায় না

শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁদপুর।-

শিশুদের যে বয়সে স্কুলে যাবার কথা সে বয়সে অনেক শিশুই কাজ করছে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে ওরা লেখাপড়া না করে কায়িক পরিশ্রম করছে।

বর্তমানে চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এসব শিশুদের বয়স ১২ বছরের বেশী নয়। এরা বিভিন্ন পেশায় শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে নিজেদের দরিদ্র পরিবারকে সামান্য হলেও সচ্ছলতায় আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এসব শিশু ক্ষেত খামার, হোটেল রেস্তোরাঁ, কারখানা, রিকশা ও মোটর গ্যারেজ, ইটের ভাটা, রাজ মিস্ত্রীর সহযোগী, বাসাবাড়ি প্রভৃতি স্থানে কাজ করছে।

শিশু শ্রমিকের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে দু হাজার সাল পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। শিশু শ্রমের ব্যাপারে আইন থাকলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বেশীর ভাগ শিক্ষার সুযোগ হারাচ্ছে। অনেক দুঃস্থ পরিবারে উপার্জন-ক্ষম লোক না থাকায় সংসারের হাল ধরার জন্য তাদের কোননা কোন পেশায় নিয়োজিত হতে হচ্ছে। আবার অনেক গরীব পিতামাতা শিশুকে রোজগারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শিশুর অল্প মজুরি দেওয়া হচ্ছে। ভারী মজুরির দিক থেকেও ঠকছে।

এদিকে সর্বনাশা মেঘনার করাল গ্রাসে জেলার ৩ থানার বহু পরিবারেরই ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এসব পরিবারের একটা অংশ নিঃস্ব হয়ে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব পরিবারের শিশুদের অনেকেই ফেরী করে এটা ওটা বিক্রি করে জীবিকার পথ বেছে নিয়েছে।